ত্রিপুরা পুলিশের জন্য দশটি গাইড্ লাইনস্

(প্রথম গাইড্ লাইন)

গ্রেপ্তার

সম্পর্কে আইন, পুলিশের কর্তব্য ও আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন

বিচারপতি অলোকবরণ পাল

রাজ্য পুলিশ কমিশনের প্রধান

আগরতলা • ত্রিপুরা

গ্রেপ্তার

২০০৮ সালে ত্রিপুরা পুলিশবোর্ড দশটি গু(ত্বপূর্ণ গাইডলাইনস তৈরী করেছেন। উদ্দেশ্য সুষ্ঠ ও দুর্নীতি মুক্ত(পুলিশ প্রশাসন গড়ে তোলা। এই গাইডলাইনস্গুলো মেনে কাজ করলে পুলিশের বি(দ্ধে অভিযোগ দ্রুত কমে যাবে। পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা ও বি(্বাস দৃঢ় হবে।

প্রথম গাইডলাইন-গ্রেপ্তার : পুলিশের যত (মতা আছে তার মধ্যে গ্রেপ্তারের (মতা সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ, কারণ গ্রেপ্তার মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার অধিকারকে (ুণ্ণ করে। জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় যে ঐক্যমত উঠে এসেছে তা হল প্রায়ই এই (মতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। জাতীয় পুলিশ কমিশন মন্তব্য করেছেন দেশে পুলিশের দ্বারা যত গ্রেপ্তার হয় তার ৬০ % অপ্রয়োজনীয় এবং বেআইনি।

গ্রেপ্তারের আগে পুলিশকে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে গ্রেপ্তারের প্রয়োজনীয়তা এবং নালিশের সত্যতা সম্পর্কে। এতে অপ্রয়োজনীয় গ্রেপ্তার এড়ানো যাবে। ভিত্তিহীন সন্দেহের বশে, শুধুমাত্র নালিশের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার আইন সংগত নয়। কোনো প্রকার চাপের কাছে নতি স্বীকার করা উচিৎ নয়।

ফৌজদারী কার্যবিধিতে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা

গুরুতর অপরাধের (Cog) ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১ (১) ধারায় পুলিশকে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তারের (মতা দেওয়া হয়েছে, যেমন গু(তর বা কগ্ অপরাধে জড়িত আছে বা থাকতে পারে এমন ব্যক্তি(কে গ্রেপ্তার করা যায় সুনির্দিষ্ট নালিশের ভিত্তিতে বা নালিশ ছাড়াও, যদি বি(্বাসযোগ্য ভিত্তি বা জড়িত আছে এমন সন্দেহ করার যথেষ্ট প্রমাণ থাকে। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি(র কাছে বে-আইনি অনুপ্রবেশের যন্ত্র বা অস্ত্র পাওয়া গেলে বা রাজ্য সরকার আসামী ঘোষণা করলে বা চোরাই জিনিষ পাওয়া গেলে বা পুলিশের কাজে বাধা দিলে বা হাজত থেকে পালালে বা পালানোর চেষ্টা করলে বা সেনাবাহিনি থেকে পালিয়ে গেলে বা অন্য থানা থেকে গ্রেপ্তারের অনুরোধ এলে সেই ব্যক্তি(কে পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে।

সন্দেহমূলে গ্রেপ্তার : গ্রেপ্তারের পরিধিকে আরো প্রসারিত করা হয়েছে ৪১(২) ধারায়। সন্দেহভাজন বা দাগী অপরাধী শান্তিভঙ্গ করতে পারে এমন সন্দেহের কারণ দেখা দিলে শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (Executive Magistrate) ১০৯ ও ১১০ ধারায় তাদের বি(দ্ধে ভালো ব্যবহার করবে এমন বন্ড দেয়ার জন্য আদেশ দিতে পারে। একই উদ্দেশ্যে এই সব ব্যক্তি(কে ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তারও করতে পারে। অর্থাৎ সন্দেহভাজন ব্যক্তি(কগ্ অপরাধ করতে পারে এমন কারণ দেখা দিলে বা যেসব ব্যক্তি(পূর্বে চুরি, ডাকাতি, চোরাইমাল গ্রহণ, জালিয়াতি, চোর ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি অপরাধ করছেন বলে প্রমাণ আছে পুলিশ তাদেরও কারণ থাকলে নিরাপত্তার জন্য গ্রেপ্তার করতে পারে। কিছু বিশেষ আইনে অপরাধীরাও দাগী আসামী হিসেবে এই উপধারার আওতায় আসবে।

সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে (Noncog) গ্রেপ্তার : নন্ কগ্ বা সাধারণ অপরাধের (ে ত্রে ওয়ারেন্ট ছাড়া পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে না। কিন্তু এর ব্যতিত্র(মও আছে। ৪২ ধারায় বলা হয়েছে নন্ কগ্ অপরাধে অভিযুক্ত(ব্যক্তি(পুলিশকে নাম ঠিকানা চাওয়া সত্ত্বেও না দিলে বা ভুল নাম ঠিকানা দিলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে সঠিক নাম ঠিকানা জোগাড় করতে না পারলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আটকের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পাঠাতে পারে। যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে সঠিক নাম ঠিকানা জোগাড় হয় তবে বন্ড রেখে ছেড়ে দিতে হবে। Preventive arrest বা নিবর্তনমূলক গ্রেপ্তারের আরো (মতা পুলিশকে দেওয়া হয়েছে ১৫১ ধারায়। যদি কোনো বড়ো অপরাধ (Cog Offence) করার প্রস্তুতি বা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এমন খবর পাওয়া যায়, সং(-ষ্ট ব্যক্তি(কে সেই অপরাধ থেকে বিরত করার জন্য পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে। অবশ্য ২৪ ঘন্টার বেশি আটক রাখতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতির প্রয়োজন হবে।

ত্রিপুরা পুলিশ আইনে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা

ফৌজদারী কার্যবিধি ছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশ আইন ২০০৭ এ গ্রেপ্তারের (মতা পুলিশকে দেয়া হয়েছে। যেসব (ে ত্রে গ্রেপ্তার করা যায় তার বর্ণনা আছে ৯০ ধারায়, যেমন —

(১) রাস্তায় বা উন্মুক্ত(স্থানে লোকজনের অসুবিধা, বিরক্তি(বা বিপদ হতে পারে জেনেও গৃহপালিত পশু, যেমন গ(, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ছেড়ে দেওয়া, মাল বা যাত্রী উঠা নামার জন্য বেশি(ণ গাড়ি রাখা বা চলাচলের অসুবিধে বা বিপদ হতে পারে এমন ভাবে গাড়ি রাখা(

(২) মদ খেয়ে বা অন্যভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে মাতলামি করা(

(৩) নিজের মালিকানা বা দখলে থাকা কোনো জলাশয়, কূপ, গর্ত বা বিপজ্জনক কোনো স্থান বেড়া দিয়ে নিরাপদ অবস্থায় না রাখা(

(৪) মালিকের অনুমতি ছাড়া তার দালানে, দেওয়ালে বা অন্য কিছুতে বিজ্ঞাপন, ছবি, (ে-াগান বা অন্য কিছু লেখা(

(৫) সরকারী জায়গায়, বাড়িতে বা গাড়িতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা(

(৬) গুজব বা মিথ্যা বিপদ সংকেত দিয়ে পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড বা অন্য পরিষেবাকে ব্যস্ত করা(

(৭) জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য সাইরেন বা অন্য সরকারী সতর্কীকরণ পদ্ধতি নষ্ট করা(

(৮) জনসাধারণের মধ্যে ভয় ভীতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যক কোনো পরিষেবার (তি সাধন করা(

(৯) সরকারী কোনো বিজ্ঞপ্তিকে অগ্রাহ্য করে বিপরীত কিছু করা(

(১০) মহিলার প্রতি অশালীন ব্যবহার, অ(ীল অঙ্গভঙ্গী বা ভাষা ব্যবহার করা বা কোনো মহিলাকে বদ্ উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা(

এই অপরাধগুলোর শাস্তি শুধু জরিমানা যার কোন ঊর্ধ্বসীমা নেই। কিন্তু একই ব্যক্তি(দ্বিতীয়বার এই অপরাধ করলে তিন মাসের জেল হতে পারে। এগুলো সাধারণ (নন্ কগ্) অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে। এই আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে পুলিশকে গ্রেপ্তার করার বিপুল (মতা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন আইনে। গু(তর অপরাধ বা সাধারণ অপরাধ করার অভিযোগে, এমন কি অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বিনা অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে।

গ্রেপ্তার করার নিয়ম

গ্রেপ্তার কীভাবে করতে হবে, বল প্রয়োগ করা যাবে কিনা এসম্পর্কে ৪৬ ধারার নির্দেশ হল অভিযুক্ত(ব্যক্তি(কে প্রথমে বলতে হবে পুলিশের কাছে ধরা দিতে। ধরা দিলে বল প্রয়োগের প্র(ে নেই, ধরা না দিলে অবশ্যই জোর করে ধরতে হবে। বাধা দিলে শারীরিক নিগ্রহ করা যাবে। যে অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার তার শাস্তি যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড না হয় তবে অবশ্যই মৃত্যু হতে পারে এমন নিগ্রহ করা যাবে না। গ্রেপ্তারের প্রয়োজনে নিগ্রহকে এইভাবে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অবশ্য গ্রেপ্তারের পর পুলিশ হাজতে নিগ্রহ সম্পূর্ণ বেআইনি।

গ্রেপ্তার ও বলপ্রয়োগের ক্ষমতা সম্পর্কে ১ নং গাইড লাইন মেনে কাজ করার নিয়মগুলো এই রকম :

(১) গ্রেপ্তারের কারণ ডায়েরীতে লিখতে হবে। যাকে গ্রেপ্তার করা হবে তিনি যে অপরাধ করেছেন বা করতে পারেন এমন মনে হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে হবে। অনেক সময় ঘটনাস্থলে তৎ(ণাৎ গ্রেপ্তার করতে হয়। ডায়েরী লেখার সময় বা সুযোগ থাকে না। সে(ত্রে থানায় ফিরে এসে অবশ্যই লিখতে হবে। কেন আগে লিখতে পারা যায়নি তার কারণও লিখতে হবে।

(২) গ্রেপ্তারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু বলপ্রয়োগ করা উচিত কারণ যাকে গ্রেপ্তার করা হল তিনি প্রকৃত অপরাধী নাও হতে পারেন। ভারতীয় আইনে আদালত দ্বারা অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সব অভিযুক্ত(কে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হয়। গ্রেপ্তার বা নির্যাতন আটক ব্যক্তি(র মানসিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে, সামাজিক সম্মান বা মর্যাদা নষ্ট করতে পারে। তাই একান্ত প্রয়োজন না হলে গ্রেপ্তার করা ঠিক নয়। কোনো ব্যক্তি(, সংগঠন, সংবাদ মাধ্যম বা জনমত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রেপ্তার করা উচিত নয়। এইসব মতামত অনেকটাই আবেগে চলে। পুলিশের কাজে আবেগের স্থান নেই। তথ্য প্রমাণ ও যুক্তি(দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানব অধিকারের প্রতি সম্মানের প্র(টি মাথায় রাখা দরকার।

(৩) গু(তর অপরাধের নালিশ পেলে FIR গ্রহণ করে তদন্ত শু(করতে হবে। কিন্তু গ্রেপ্তারের আগে নালিশের প্রাথমিক সত্যতা

প্রথমে যাচাই করা প্রয়োজন। তারপর অভিযুক্ত(ব্যক্তি(র বি(দ্ধে কিছু তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে যদি প্রয়োজন হয় গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

(৪) যেসব ে(ত্রে তদন্তের স্বার্থে গ্রেপ্তার করা সমীচীন বলে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছেন সেগুলো হল (ক) খুন, ডাকাতি, ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ((খ) অপরাধী পালিয়ে যেতে পারে, (গ) অপরাধীর ব্যবহার অসংযত ও মারমুখী, না আটকালে আরো অপরাধ করতে পারে, (ঘ) দাগী অপরাধী, (ঙ) সা(ীদের উপর প্রভাব বিস্তার এবং তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে তদন্তে হস্ত(প করার সম্ভাবনা। এসব ে(ত্রে অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে।

(৫) 41 B CrPC অনুযায়ী গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে নিজের নাম ও পরিচয় সঙ্গে রাখতে হবে। গ্রেপ্তারের স্মারকলিপি (arrest memo) লিখে আটক ব্যক্তি(র পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা মনোনীত প্রতিবেশী বা ব্যক্তি(কে এক কপি দিতে হবে। যে স্থানে গ্রেপ্তার করা হবে সেখানে বসেই লিখতে হবে। নিজের নাম, পরিচয়, থানা, পদ, গ্রেপ্তারের কারণ, কোন আদালতে কখন আসামিকে হাজির করা হবে লিখতে হবে। স্মারকলিপিতে শুধু আটক ব্যক্তি(র স্বা(র নিলে হবে না, পরিবারের সদস্য বা অন্য যাকে স্মারকলিপির কপি দেওয়া হল তার স্বা(রও নিতে হবে। স্মারকলিপির ছাপানো কপি পূরণ করে স্বা(র নেবেন। আটক ব্যক্তি(র শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্(গ্রেপ্তারের আগে ছিল কিনা উল্লেখ করতে হবে। যদি গ্রেপ্তার করার সময় বলপ্রয়োগের ফলে আঘাত পেয়ে থাকে তাও লিখতে হবে। যদি পরিবারের সদস্য স্মারকলিপি স্বা(র না করে তবে আটক ব্যক্তি(র কোনো আত্মীয় বা বন্ধুকে গ্রেপ্তারের খবর জানাতে হবে।

(৬) গ্রেপ্তারের সময় আত্মীয় স্বজন বা অন্য কেউ আপত্তি জানাতে পারে, আসল ঘটনা খুলে বলতে চাইতে পারে, অভিযুক্ত(ব্যক্তি(নির্দোষ বা তার শারীরিক অসুস্থতা, দুর্বলতা ইত্যাদি বলতে পারে। মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা পুলিশকে শুনতে হবে। যদি তারা বলপ্রয়োগ বা শাস্তি বিঘ্নিত না করে তাদের গ্রেপ্তার বা নির্যাতন করা উচিত নয়।

(৭) আটক ব্যক্তি(কে তার পছন্দমতো উকিল নিয়োগ করতে দিতে হবে। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করার অধিকার তার আছে। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, বন্ধুকে দেখা করতে দিতে হবে। তিনি বিনামূল্যে আইনের সাহায্য পেতে পারেন।

(৮) CrPc 41(1) ধারায় যেসব ে(ত্রে পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে তার উল্লেখ আছে। এছাড়া অন্যসব ে(ত্রে গু(তর অপরাধের (কগ্ অপরাধ) অভিযোগ পেলে গ্রেপ্তার না করে নোটিশ দিয়ে নির্দিষ্ট তারিখ, সময় এবং স্থানে হাজির হতে বলা নিয়ম। যদি সে হাজির হয় এবং শর্ত পালন করে তবে তাকে আর গ্রেপ্তার করা ঠিক নয়। যদি হাজির না হয় বা কোনো শর্ত পালন না করে তখন অবশ্যই গ্রেপ্তার করা দরকার। শর্ত মেনে হাজির হলেও যদি কখনও মনে হয় ঐ ব্যক্তি(কে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন, সে(ত্রে এরকম মনে হওয়ার কারণ ডায়েরীতে লিখে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে। নোটিশ দেওয়ার এই বিধান দেওয়া আছে সংশোধিত CrPC 41 A ধারায়।

(৯) সব গ্রেপ্তারের ে(ত্রেই আটক ব্যক্তি(কে গ্রেপ্তারের কারণ অবশ্যই জানাতে হবে। যদি জামিনযোগ্য অপরাধ হয় তার যে জামিনের অধিকার আছে এবং পুলিশই যে তাকে জামিন দিতে পারে সেই কথা জানাতে হবে (CrPc, 50 ধারা)। কারণ না জানালে গ্রেপ্তার বা আটক বেআইনি হয়ে যাবে।

(১০) গ্রেপ্তারের পর দেরী না করে আটক ব্যক্তি(কে ডাক্ত(ার দ্বারা পরী(া করা নিয়ম। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারে কর্মরত কোনো ডাক্ত(ার দিয়ে পরী(া করাতে হয়। এমন ডাক্ত(ার পাওয়া না গেলে অন্য রেজিস্টার্ড ডাক্ত(ার দিয়েও পরী(া করানো যাবে। ডাক্ত(ারবাবু দেখবেন আটক ব্যক্তি(র দেহে আঘাতের চিহ্(আছে কিনা এবং থাকলে অনুমান কত(ণ আগে এই আঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এমন একটি রিপোর্ট ডাক্ত(ারবাবু তৈরি করবেন এবং তার এক কপি আটক ব্যক্তি(বা তার মনোনীত ব্যক্তি(কে দেবেন। CrPC, 34 ধারা সংশোধন করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন সব গ্রেপ্তারের ে(ত্রেই ডাক্ত(ারী পরী(া বাধ্যতামূলক।

(১১) গ্রেপ্তারের পর আটক ব্যক্তি(পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন

তার স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পুলিশের (CrPC, 33A)। কারণ আটক বক্তি(অপরাধী নাও হতে পারেন। তাই তাকে কোনোভাবে শারীরিক লাঞ্ছনা দেওয়া অন্যায়।

(১২) নতুন একটি ধারা (CrPc 50 A) অনুযায়ী আটক ব্যক্তি(র মনোনীত কেউ বা তার আত্মীয়, বন্ধুকে জানাতে হবে আটক ব্যক্তি(কে কোথায় রাখা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পরই তাকে জানাতে হবে। এটা তার অধিকার। তাকে যে জানানো হয়েছে এবং কাউকে খবর দেওয়া হয়েছে সেকথা ডায়েরীতে লিখতে হবে। ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তারের ে(ত্রে এই ধারাটি প্রযোজ্য।

(১৩) কোনো মহিলাকে গ্রেপ্তার করার সময় তার গায়ে হাত দেয়া অন্যায়। মহিলা পুলিশই মহিলা অপরাধীকে গ্রেপ্তারের জন্য গায়ে হাত বা প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করতে পারে।

বেআইনি গ্রেপ্তার ও প্রতিকার : গ্রেপ্তার সম্পর্কে পুলিশ বোর্ডের গাইড্লাইনস সংবিধানও আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে তৈরী করা হয়েছে। তাই ওই গাইড্লাইন অমান্য করে গ্রেপ্তার করলে বে-আইনি গ্রেপ্তার বলে গণ্য হবে। ত্রিপুরা পুলিশ আইনের ৮৯ (৩) ধারা অনুযায়ী বেআইনি গ্রেপ্তার, বেআইনি আটক ও বেআইনি খানা তল্লাশী (search) শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে পুলিশকর্মী বেআইনি গ্রেপ্তার ইত্যাদির জন্য দায়ী তার শাস্তি হতে পারে একবছরের জেল ও জরিমানা।

কীভাবে প্রতিকার চাইবেন : বেআইনি গ্রেপ্তারের অভিযোগ সরাসরি বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রের আদালতে করা যায়। অভিযোগ জানাতে পারেন পুলিশ কমিশনের কাছেও। কমিশন দ্রুত অনুসন্ধান করে সরকারের কাছে দোষী পুলিশ কর্মীর বি(দ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করতে পারে বা পূর্ণাঙ্গ পুলিশী তদন্তের আদেশ দিতে পারে। সাদা কাগজে চেয়ারপার্সন পুলিশ কমিশনের উদ্দেশ্যে অভিযোগের বিবরণ ও নিজের নাম ঠিকানা লিখে পাঠাতে পারেন, নিজে এসে বা ডাকযোগে বা অন্য কারোর মাধ্যমে।

আপনার অধিকার রক্ষার জন্য আপনাকেই সচেতনও সক্রিয় হতে হবে।

মুদ্রণ : জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস, আগরতলা। ফোন ২৩১ ৫১২১ /২৩২ ৩৭৮১